ইউসুফ আল কারজাভি

মধ্যমপন্থা

(কী, কেন, কীভাবে)

ভাষান্তর : শাইখুল আজম আবরার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

দুই ধরনের প্রান্তিকতার সাথে আমাদের বসবাস। একদিকে চরম বাড়াবাড়ি, অন্যদিকে চরম ছাড়াছাড়ি। বাড়াবাড়ি কিংবা শিথিলতার মাঝামাঝি কোনো অবস্থান কি আদৌ আছে?

হ্যাঁ, আছে। আরবিতে আমরা এই মধ্যবর্তী অবস্থানের নাম বলছি ওয়াসাতিয়্যাহ; বাংলায় যার অর্থ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি 'মধ্যমপন্থা'। আজকের এই দুনিয়ায় 'মধ্যমপন্থা'র পাঠ ও চর্চা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

এই ছোট্ট পুস্তিকাটিতে চোখ বোলানোর আগে প্রান্তিকতা ও মধ্যমপন্থা নিয়ে একটা ভাসাভাসা ধারণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। একুশ শতকের আজকের এই সময়ের মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক ড. ইউসুফ আল কারজাভির লেখা 'ওয়াসাতিয়্যাহ' বইটির বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা করতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি অনুচ্ছেদ যেন চিন্তা-দুনিয়াকে এক বিরাট ধাক্কা মেরে দেয়!

ইসলামে মধ্যমপন্থার অবস্থান, পরিসীমা এবং প্রয়োগের প্রেক্ষিত বুঝতে এই গ্রন্থ আপনাকে দারুণ সহযোগিতা করবে, ইনশাআল্লাহ। আজকের এই কঠিন সময়ে মধ্যমপন্থার বোঝাপড়াটা খুব জরুরি। প্রান্তিকতার নামে কোনো বাড়াবাড়ি যেমন অপ্রত্যাশিত, ঠিক তেমন শিথিলতার নামে বুনিয়াদি ভিত্তিকে ধ্বংস করাটা বোকামি ও অনভিপ্রেত! মধ্যমপন্থি জাতি হিসেবে এই দুনিয়াকে গড়তে মুসলমানদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেশি।

ওস্তাদ ইউসুফ আল কারজাভির মতো স্কলারের বইয়ের অনুবাদকর্ম সহজ কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের শঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে দারুণ অনুবাদ করেছেন তরুণ সাহিত্যিক জনাব শাইখুল আজম আবরার। সম্মানিত অনুবাদকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিবাদন।

প্রান্তিকতা মুছে যাক, মধ্যমপন্থা স্পর্শ করুক প্রতিটা হৃদয়কে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ভূমিকা

নির্মল বরকতময় অগণিত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য–যাকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য দয়া হিসেবে প্রেরণ করেছেন; বিশেষ করে মুমিনদের জন্য অনুগ্রহ হিসেবে পাঠিয়েছেন। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ-
>
> 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য দয়া হিসেবেই পাঠিয়েছি।' সূরা আম্বিয়া : ১০৭
>
> তিনি আরও বলেন–
>
> لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيۡهِمۡ وَ يُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ ۚ وَ اِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ-
>
> 'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের কাছে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।' সূরা আলে ইমরান : ১৬৪

পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা যেন মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দেখানো পথে যারা চলবে, তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এটি আমার ওপর আল্লাহর তরফ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে অনেক আগ থেকেই মধ্যমপন্থি চিন্তাধারা এবং এর পদ্ধতি গঠনের দিশা দিয়েছেন। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যেটি আমার স্বভাব ও বোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইসলামের স্বচ্ছ উৎস থেকে উৎসারিত আমার বোঝাপড়ার সাথে সংগতিপূর্ণ।

তা ছাড়া এই পদ্ধতিটি যুগ ও উম্মাহর চাহিদার সাথেও মানানসই। পাশাপাশি আমরা এমন একটি সময়ে বসবাস করছি–যেখানে মানুষ একে অন্যের এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, পুরো পৃথিবীটাই একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ পরিণত হয়েছে। এই সময়টিতে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বেশ প্রাসঙ্গিক।

উপরন্তু এটি হলো এমন একটি পন্থা, যেটি ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতা ও মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলে। পাশাপাশি উম্মাহর মধ্যমপন্থি আচরণ এবং মানুষের বিশ্বাসগত ও সভ্যতাগত স্বরূপকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে।

এই পন্থাটিকে বাস্তবায়ন করতে আমি আমার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি। বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে এ পদ্ধতিটির দিকে নানাভাবে মানুষকে ডেকেছি। যখনই আমি কোথাও কোনো বক্তব্য দিয়েছি, কাউকে ফিকহের কোনো বিষয়ে জানিয়েছি বা ফতোয়া দিয়েছি, কাউকে কোনো কিছু শিখিয়েছি কিংবা প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তখন আমি এই পদ্ধতিটাই অনুসরণ করেছি। মানুষের সাথে যোগাযোগের যতগুলো মাধ্যম আমার হাতে ছিল, সবগুলো মাধ্যমকে উপজীব্য করে আমি মানুষকে মধ্যমপন্থার দিকে ডেকেছি। সেসব মাধ্যমগুলোর অন্যতম কিছু মাধ্যম হলো– মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা, ক্লাসরুমে লেকচার দেওয়া, লেখালিখি করা, টিভি চ্যানেল ও ইন্টারনেটে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করা ইত্যাদি।

এই ছোট্ট পুস্তিকাটি আমি মধ্যমপন্থার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে বসেছি, যেন এ ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। যাতে করে মুসলিম জীবনের বোধ, কর্ম, আচরণ ও দাওয়াহর কাজের মধ্যে এই মধ্যমপন্থা ঠিকঠাকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আমি মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্যগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ এবং যুগ-প্রেক্ষাপটের আলোকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার বিষয়টি আমার জন্য সহজ করে দেন।

> وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ-
>
> ‘কেবল আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনো সক্ষমতাই নেই। আমি একান্তভাবে তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ধাবিত হই।’ সূরা হুদ : ৮৮

জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রি.
আল্লাহর ক্ষমার একান্ত প্রত্যাশী
ইউসুফ আল কারজাভি

অনুবাদকের কথা

মুসলিম চিন্তা ও কাজে আমরা সাধারণত দ্বিমাত্রিক প্রান্তিকতা খুঁজে পাই। একটি হলো বাড়াবাড়িমূলক প্রান্তিকতা; অন্যটি হলো শিথিলতামূলক প্রান্তিকতা। এই দ্বিমাত্রিক প্রান্তিকতার ডামাডোলে আমরা ইসলামের অনন্য স্পিরিটকে নিত্য খুঁইয়ে বসছি একটু একটু করে। এর পেছনে অনেকগুলো মৌলিক কারণ আছে। এসব কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো–ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য 'ওয়াসাতিয়্যাহ'-কে বুঝতে ব্যর্থ হওয়া। বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ পাঠককে বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা এই অসাধারণ টার্ম বা পরিভাষাটির অনুবাদ করেছি 'মধ্যমপন্থা' হিসেবে। কিন্তু পরিভাষার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে মজার কিন্তু বিব্রতকর বিষয় হলো–একশব্দে কোনো পরিভাষাকে প্রকাশ করার চেষ্টা আর মূষিকের পর্বত প্রসবের চেষ্টার মধ্যে প্রায় কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। যার ফলে একেকটি পরিভাষার ওপর গবেষকগণ অতীত ও বর্তমানে স্বতন্ত্র সমানতালে বই রচনা করে গেছেন এবং যাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও এর ব্যত্যয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সম্মানিত পাঠকদের হাতে থাকা এই বইটিও সেই ধারাবাহিকতার ফসল। বইটির মূল রচয়িতাকে অনেকেই চেনেন। অনেকে ভুল প্রোপাগান্ডার কারণে তাঁকে ভুল বোঝেন। আপনিই যেই ধারারই হোন, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ আলিম ইমামুল ওয়াসাতিয়্যাহ ড. ইউসুফ আল কারজাভির এই বইটি আপনার চিন্তার জগৎকে একটু হলেও নাড়া দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ।

আপনি কেন বইটি পড়বেন?

প্রথমত, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো– সমস্যার সমাধান নিয়ে স্টাডি করা। এই বইটি পড়লে মুসলিম চিন্তা ও কাজের দ্বিমাত্রিক প্রান্তিকতার অন্যতম একটি সমাধান 'ওয়াসাতিয়্যাহ' সম্পর্কে মৌলিক ধারণা পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম যে আসলেই একটি মধ্যমপন্থি দ্বীন এবং এই মধ্যমপন্থার প্রয়োগের ক্ষেত্র ও স্বরূপগুলো কী কী–সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয়ত, RAND Corporation কর্তৃক বিন্যাসিত শ্রেণি হিসেবে 'মডারেট' ও 'ওয়াসাতিয়্যাহ'-এর মাঝে যে মৌলিক ও মোটাদাগের পার্থক্য আছে, বইটি পড়লে আশা করি সেই সম্পর্কেও বিজ্ঞ পাঠকের ধারণা হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রশংসার পুরোটাই সেই মহান রবের জন্য নিবেদন করছি, যাঁর তাওফিকের পাখায় ভর দিয়ে ভালো কাজগুলো পূর্ণতা পায়। অগণিত দরুদ ও সালাম নিবেদন করছি প্রিয়তম রাসূল ﷺ-এর

জন্য; যাকে আল্লাহ তায়ালা পুরো বিশ্বের জন্য মধ্যমপন্থার একজন আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

প্রতিটি অনুবাদ একজন অনুবাদকের কাছে সন্তানের মতো, একেকটি অর্জনের মতো। একজন অনুবাদক হিসেবে এই কাজটি আমার প্রথম হিসেবে একটি অনন্য অর্জন। তাই অর্জনটির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার আম্মুর প্রতি, যার কাছে আমার দ্বীনের পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছিল। এরপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার আব্বুর প্রতি, যার প্রতিষ্ঠিত অসাধারণ মাদরাসায় আমার শৈশব-কৈশোরের পড়াশোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। পাশাপাশি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর প্রতি, যাদের তত্ত্বাবধানের ফলে আমার অনুবাদের দক্ষতা বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সর্বোপরি যার কথা উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঝুলি অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যাবে, তিনি হলেন আমার লিবাস...আমার সহধর্মিণী, যার প্রত্যক্ষ উৎসাহে আমার অনুবাদ, লেখালিখি ও রিসার্চের কাজ এগিয়ে যায়।

আল্লাহর দয়ার একান্ত প্রত্যাশী

শাইখুল আজম আবরার
হাদিস বিভাগ (অনার্স), দাওয়াহ বিভাগ (মাস্টার্স)
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
Shaikhulabrar@gmail.com

সূচিপত্র

মধ্যমপন্থার পরিচয় **১৫**

◈ নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রণয়নে মানুষের অক্ষমতা ১৬

◈ বিশ্বব্যাপী ভারসাম্যের নমুনা ১৭

◈ মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা ১৮

◈ ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ পন্থা ১৮

ইসলামে মধ্যমপন্থা **২৫**

◈ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা ২৫

◈ ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা ২৯

◈ নৈতিকতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা ৩০

◈ আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা ৩৪

◈ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদিতার মধ্যে সমন্বয় ৩৭

মধ্যমপন্থার সাথে আমার সম্পর্কের যোগসূত্র **৪৩**

◈ মধ্যমপন্থার ওপর আমার নির্ভরতা ৪৩

◈ মুসলিম উম্মাহর জন্য মধ্যমপন্থার অপরিহার্যতা ৫০

আমার চোখে মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্য **৫৪**

১. ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক বোধ ও উপলব্ধি ৫৫

২. কুরআন ও সুন্নাহকে তথ্যের মূল সূত্র হিসেবে গ্রহণ ৫৭

৩. ঐশী তাৎপর্য ও মূল্যবোধকে জোরদার ৫৭

৪. শরিয়াহর স্তরের আলোকে তাকলিফ ৫৯

৫. নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ ৬০

৬. উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা যথাযথ স্থানে সংস্কার ও ইজতিহাদ ৬১

৭. সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় ও পরিবর্তনশীল বিষয়ের মাঝে ভারসাম্য স্থাপন ৬১

৮. ফতোয়ার ক্ষেত্রে সহজীকরণ পদ্ধতির অনুসরণ ৬২
৯. দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইতিবাচকতার চর্চা ৬৪
১০. প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারাবাহিকতার চর্চা ৬৬
১১. পারস্পরিক বিপরীত বিষয়গুলোর সমন্বয় ৬৭
১২. শান্তি ও জিহাদ ৬৭
১৩. ইসলামের অধীনে ভূমিগুলোকে মুক্ত করার আবশ্যকীয়তা ৬৭
১৪. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ৬৮
১৫. বিবেক ও চিন্তা-ভাবনাকে সম্মান ৬৯
১৬. মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ৭০
১৭. নারীদের প্রতি ইনসাফ এবং সম্মান প্রদর্শন ৭১
১৮. পরিবার ও এর বিকাশ ৭২
১৯. শাসক বাছাই করার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার ৭২
২০. অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর নির্মাণ ৭৩
২১. ইসলামি উম্মাহ, একতা ও উম্মাহর জন্য ভালোবাসা ৭৪
২২. বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার ৭৪
২৩. তাকফির ও তাফসিক থেকে বিরত থাকা ৭৪
২৪ বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘু ৭৬
২৫. পৃথিবীর বিনির্মাণ, উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ৭৬
২৬. সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ৭৭
২৭. সব শক্তি ও আন্দোলনসমূহকে এক প্ল্যাটফরমে আনা ৭৮
২৮. নয়া ফিকহর দিকে আহ্বান ৭৮
২৯. সভ্যতায় মুসলিম উম্মাহর অর্জন ৭৯
৩০. ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে ভালোগুলো থেকে উপকৃত হওয়া ৮০

একনজরে মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্য ৮১

.....

১. ন্যায্যতা

মধ্যমপন্থার একটি অন্যতম অর্থ হলো আদল তথা ন্যায্যতা। ন্যায্যতা হলো এমন একটি গুণ, যেটি দিয়ে কুরআনের মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর এই গুণটির কারণেই সমগ্র মানবজাতির ওপর এই উম্মাহকে সাক্ষী বানানো হয়েছে। কারণ, একজন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো–আদল বা ন্যায্যতা। অতএব, কোনো সাক্ষ্যদাতার ভেতর যদি আদল বা ন্যায্যতার গুণটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে একজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষ্যদাতা এবং একটি ন্যায়পরায়ণ বিচার সব মানুষের কাছেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাশিত।

আর আয়াতে 'আল-ওয়াসাত (الوسط)' শব্দের ব্যাখ্যা আদল বা ন্যায্যতা দিয়ে করাটা আল্লাহর রাসূলের (সা.) হাদিস দিয়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনটা আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে ইমাম আহমাদ এবং ইমাম বুখারি তাঁদের স্ব-স্ব হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) 'আল-ওয়াসাত (الوسط)' শব্দের ব্যাখ্যা আদল বা ন্যায্যতা দিয়ে করেছেন।[১] العدل (আল আদল), التوسط (আত-তাওয়াস্যুত), التوازن (আত-তাওয়াজুন) শব্দগুলো অর্থের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে العدل (আল আদল) মানে হলো, বিবাদমান দুটো প্রান্ত বা পরস্পরবিরোধী একাধিক প্রান্তের মধ্যে কোনো একটির দিকে না ঝুঁকে মাঝামাঝি অবস্থান করা। অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন প্রান্তগুলোকে যথাযথ তুলনা করার মাধ্যমে কোনো ধরনের অন্যায়, কমতি ও পক্ষপাতিত্ব করা ব্যতীত প্রত্যেককে তার প্রাপ্য ঠিকঠাকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। যেমনটা কবি জুহাইর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন–

'যদি কখনো বিপদ তাদের ঘাঁড়ে নিশ্বাস ফুঁকে
তারা ন্যায়নিষ্ঠ, বিচারে তাদের জগৎ খুশি থাকে।'

কবি কবিতায় তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা এবং নিরপেক্ষতার গুণে গুণান্বিত করেছেন।

মুফাস্সিরগণ قال ألم أقل لكم لولا تسبحون (সূরা আল কলম : ২৮) এই আয়াতে أوسطهم (আওসাতুহুম)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা সবচেয়ে বেশি ন্যায়নিষ্ঠ।[২] ইমাম রাজি তাঁর তাফসিরে এটিকে তাগিদ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন–'কোনো একটা বস্তুর সবচেয়ে উপযুক্ত ও

---

১. হাদিসটি ইমাম বুখারি 'আহাদিসুল-আম্বিয়া'-তে উল্লেখ করেছেন। হাদিস– ৩৩৩৯; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। হাদিস– ১১২৭১; ইমাম তিরমিজি 'তাফসিরুল কুরআন' এ উল্লেখ করেছেন। হাদিস– ২৯৬১. প্রত্যেকেই আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২. দেখুন, তাফসির আত-তাবারি (১২/১৯৩), তাফসির ইবনে কাসির (৪/৫২১), তাফসির আল কুরতুবি (২/১৪৮)

ন্যায্য অংশটি হলো তার মধ্যভাগ। কারণ, কোনো বস্তুর মাঝখানের অংশটি সব পাশ থেকেই সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ।'[৩]

তাফসির স্কলার আবু আস-সাউদ বলেছেন, 'আল-ওয়াসাত হলো মূলত এমন বিষয়, প্রান্তিক বিষয়গুলো যাকে স্পর্শ করতে পারে না। যেমন : বৃত্তের কেন্দ্র।' এ ছাড়াও শব্দটিকে রূপকভাবে মানবীয় ভালো আচরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ, বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্যের কারণে সৃষ্ট খারাপ আচরণগুলোর চাইতে ভালো আচরণগুলো মাঝামাঝিতে অবস্থান করে।[৪]

ফলে আল-ওয়াসাত শব্দের অর্থ হলো, ন্যায়নিষ্ঠতা ও মধ্যমপন্থা। অন্যভাবে বললে এর অর্থ হলো কট্টরতা ও শিথিলতার দিকে না ঝুঁকে ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া।

২. সঠিকতা বা স্থিরতা

আর ওয়াসাতিয়্যাহ-এর আরেকটি অর্থ হলো–সঠিক পথে স্থির, ঝোঁক ও বিচ্যুতি থেকে দূরে থাকা। আর সঠিক পথ বা পদ্ধতির মানে হলো আল-কুরআন যেমনটা বলছে (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)। এই অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন তাফসির স্কলার বলেছেন–'এটি হলো সেই সঠিক ও সোজা পথ, যেটি সরল পথ থেকে বিচ্যুত ও সীমালঙ্ঘনকৃত বিভিন্ন বক্র পথের মাঝখানে অবস্থান করে।' আমরা যদি ধরে নিই, পরস্পর বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত দুটো বিন্দুতে অনেকগুলো রেখা মিলিত হচ্ছে, তাহলে দেখা যাবে এসব মিলিত হওয়া রেখাগুলোর মধ্যে সেই রেখাটি সরল ও সোজা–যেটি অন্যান্য বক্র রেখাগুলোর মাঝখান বরাবর সোজা গিয়ে বিপরীতে থাকা অপর প্রান্তের বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

ঠিক একইভাবে সরল-সঠিক পথটিও অন্যান্য সীমালঙ্ঘন করেছে এমন পথগুলোর মাঝ বরাবর হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কারণ, যাতে করে সঠিক পথ অনুসরণকারী উম্মাহ বা জাতিটি বক্র পথের অনুসরণ করা জাতিগুলোর ঠিক মাঝামাঝি সোজা ও সরল অবস্থায় অবস্থান করতে পারে।[৫]

আর এ কারণেই ইসলাম মুসলিমদের প্রতিদিন ন্যূনতম ১৭ বার আল্লাহর কাছে আস-সিরাত আল-মুস্তাকিম বা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন চাওয়া শিখিয়েছে। এখানে উল্লেখিত সতেরো সংখ্যাটি মূলত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের রাকাত সংখ্যা। আর এই অসাধারণ ব্যাপারটি তখনই ঘটে, যখন আমরা নামাজে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করি। সূরাটি তিলাওয়াত করতে গিয়ে আমরা বলি–

> 'আমাদের সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। এটি সেই পথ, যে পথ আপনি অভিশপ্ত ও পথভ্রান্তদের ব্যতীত অন্যদের অনুগ্রহ করে দান করেছেন।' সূরা ফাতিহা : ৬-৭

---

৩. তাফসির আল ফাখ্র আর রাজি (৪/১০৮,১০৯), প্রকাশনী : আল মাতবাআহ আল মিস্রিয়্যাহ ১৩৫৪হিঃ (১৯৩৫ ইসায়ি)

৪. তাফসির আবি আস-সাউদ (১/১২৩), সাবিহ সংস্করণ।

৫. প্রাগুক্ত।

আর ইসলামই কেবল এই অনন্য বৈশিষ্ট্য মধ্যমপন্থাকে ধারণ করেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায় এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করতে পারেনি।

হাদিস দিয়ে ব্যাখ্যা করা বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে অভিশপ্ত শব্দটি দিয়ে ইহুদি এবং পথভ্রষ্ট শব্দটি দিয়ে খ্রিষ্টানদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৬]
আর এভাবে আখ্যা দেওয়ার কারণ হলো, ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরা অধিকাংশ বিষয়ে যথাক্রমে বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করত। যেমন : ইহুদিরা নবিদের হত্যা করেছিল, আর খ্রিষ্টানরা নবিদের খোদা বানিয়েছিল। ইহুদিরা হারামের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল, আর খ্রিষ্টানরা হালালের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল।

যেমন : তারা বলে বেড়াত, পবিত্র মানুষদের জন্য সবকিছুই পবিত্র। ইহুদিগণ বৈষয়িক বিষয়ের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি করেছিল, আর খ্রিষ্টানরা বৈষয়িক ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিল। ইহুদিরা ধর্মীয় আচার ও ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথাকে খুব উগ্রভাবে পালন করত, আর খ্রিষ্টানরা আচার আর ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করত।

এক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিমদের দুই পক্ষের উভয় ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাকতে শিক্ষা দিয়েছে। আর মধ্যমপন্থাকে অর্থাৎ সরল-সঠিক পথকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছে। এটি এমন একটি পথ, যে পথটিকে তারাই অনুসরণ করেছেন–যাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। নবিগণ, সত্যবাদীগণ, শহিদগণ ও সৎ লোকদেরই তিনি এই পথটিকে অনুগ্রহ করে দান করেছেন।

৩. শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

আর একইভাবে ওয়াসাতিয়্যাহ হলো শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক, সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ। চাই সেটি দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে হোক কিংবা আধ্যাত্মিক কোনো বিষয়ে হোক। যেমন : দুনিয়াবি বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, চুক্তি সম্পাদন বা মীমাংসার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিটি থাকেন মাঝখানে। এ ছাড়া আরও দেখতে পাই, কোনো একটি গোত্র বা গ্রুপের নেতা থাকেন মাঝখানে আর অনুসারীরা থাকেন তার চারপাশে। আর আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা এটি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করি যে, কোনো ধরনের প্রান্তিকতার চেয়ে মধ্যমপন্থা-ই উত্তমতর।

এ কারণেই আরবরা তাদের প্রবাদ বাক্যে বলে থাকে–'প্রতিটা বিষয়ের মধ্যে উত্তম হলো মধ্যম বা মাঝামাঝি অংশটি।' আর বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন–'একটি গুণ অবস্থান করে দুটো পাপ বা অপরাধের মাঝামাঝিতে।'

---

৬. ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (হাদিস– ২০৩৫১), হাদিসটির সনদ যাচাই-বাছাইয়ের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ বা বিশুদ্ধ এবং সাহাবি ছাড়া সনদের বাকি সব বর্ণনাকারীগণ সিকাত বা শক্তিশালী। এক্ষেত্রে সাহাবির ব্যাপারে জানা না থাকাটা হাদিসের মানের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি করবে না। এছাড়াও হাদিসটি আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১৩/১০১)। আর আল-বায়হাকী তাঁর আশ-শু'আব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (৪/৬১)। আর আল-হায়সামি তাঁর মাজমা' আজ জাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেছেন, হাদিসটি আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর সনদটি সহিহ বা বিশুদ্ধ।

এ বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ইবনে কাসির আল্লাহর সেই বাণী (أُمَّةً - وَسَطًا) -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে আল-ওয়াসাত (الوسط) অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ বা সেরা হওয়া। যেমন বলা হয়ে থাকে, ঘর আর বংশীয় দিক দিয়ে কুরাইশগণ হলো সবেচেয়ে মধ্যমপন্থি। অর্থাৎ এর মানে হলো, কুরাইশরা ঘর আর বংশীয় দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম। আর রাসূল (সা.) তাঁর গোত্রের ভেতর মধ্যমণি ছিলেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) ছিলেন বংশগত দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম। এ জন্যই বলা হয়, الوسطى الصلاة (আস-সালাত আল-উসতা) বা মধ্যবর্তী নামাজ। আর এই নামাজকেই সর্বোত্তম নামাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৭]

৪. শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিচ্ছবি

মধ্যমপন্থা হলো শান্তি ও ঝুঁকিহীনতার প্রতিচ্ছবি। সাধারণত প্রান্তিক অংশগুলোই সব থেকে বেশি নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কিন্তু তার চারপাশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকার কারণে মাঝখানের অংশটি তুলনামূলক বেশি নিরাপদে থাকে। এ কারণে কবি বলেছেন–

‘সেটি ছিল মাঝে থাকা সংরক্ষিত কেন্দ্রে
ক্ষতি আগে হয়েছিল যা ছিল সব প্রান্তে।’

ঠিক তেমনি মধ্যমপন্থি ব্যবস্থা, মধ্যমপন্থি পদ্ধতি এবং মধ্যমপন্থি জাতিও অযাচিত ঝুঁকি ও বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের কারণে।

.....

৭. তাফসির ইবনে কাসির (১/১৯০)।